দেশে করোনায় একদিনে প্রাণ গেল আরও ৫ জনের, নতুন শনাক্ত ১৮২

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ১৮২ জন।

দেশে করোনায় একদিনে শনাক্তের এই সংখ্যা সর্বোচ্চ।

এ নিয়ে দেশে করোনায় মোট মৃত্যু হলো ৩৯ জনের। আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৮০৩ জনে।

এছাড়া আক্রান্তদের মধ্যে নতুন করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন আরও ৩ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৪২ জন।

সোমবার বেলা আড়াইটার পর অনলাইনে লাইভ ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য জানান।

আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন প্রধানমন্ত্রী

আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন প্রধানমন্ত্রী।

ধারণা করা হচ্ছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তুলে ধরতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষণে তিনি দেশবাসীকে আশস্ত করার পাশাপাশি নাগরিক হিসেবে করণীয় সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা দিবেন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা থেকে মুক্তি পেতে বেশি বেশি দোয়া দরুদ পড়ুন: প্রধানমন্ত্রী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে ঘরে বসে মহান আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দোয়া ও মোনাজাত করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রোববার বরিশাল ও খুলনা বিভাগের জেলাগুলোর জেলা প্রশাসক ও জেলার অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের সময় এ আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাস সবার জন্যই একটি বিপদ। এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে মহান আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দোয়া দরুদ পড়ুন।

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে ঝালকাঠি জেলার একটি মসজিদের খতিব যুক্ত হন।

এ সময় খতিব বলেন, ‘সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ঝালকাঠির সব মসজিদে জুমার নামাজ ১০ জন পড়েছেন। ওয়াক্তিয়া নামাজেও পাঁচজনের বেশি মুসল্লি রাখা হচ্ছে না। শবে বরাতের নামাজ বাসায় আদায় করেছেন সবাই। আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মহান আল্লাহর দরবারে করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি লাভের জন্য দোয়া করছি। সবাই দেশবাসী ও পৃথিবীর সবার জন্য দোয়া করছেন।’

ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভিডিওতে খতিবের এ বক্তব্যের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনাতেও কারফিউ দেওয়া হয়েছে। করোনাভাইরাস থেকে আমরা রক্ষা পাই, দেশ ও সমগ্র জাতি যাতে মুক্তি পায় এজন্য ঘরে বসেই সবারই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। যাতে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন।’

প্রসঙ্গত প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে এ পর্যন্ত

৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৬২১ জন। আক্রান্তদের মধ্যে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩৯ জন।.

সূত্র-যুগান্তর

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি করোনা রোগী শনাক্ত

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্তের সংখ্যা গতকালের চেয়ে আজ রোববার বেড়েছে। মৃত্যুও বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় একদিনে সর্বোচ্চ ১৩৯ জন ব্যক্তি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী বলে শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছে ৪ জন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬২১। আর মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ৩৪।

গতকাল শনিবার আক্রান্ত শনাক্তের সংখ্যা ছিল ৫৮, মৃত্যু হয় ৩ জনের।

আজ রোববার রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইডিসিআর) পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান। এ সময় মোট নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে ১ হাজার ৩৪০ জনের।

আজ ৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছে। এ নিয়ে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৯ জনে।

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে তা কার্যকর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় কারাগারে উপস্থিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। এছাড়াও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. আবরার হোসেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকার সিভিল সার্জন আবু হোসেন মো. মইনুল আহসান কারাগারে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আবদুল মাজেদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

(সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র জানায়, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি।

আজ রাতেই বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি আজ রাতেই হবে। শনিবার রাত ৯টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসির মঞ্চটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে জল্লাদের একটি দল। কারা কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে কার্যকর হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

এর আগে আবদুল মাজেদের সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করছে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান। রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা কারাগারের ভেতরেই ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন

জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র বলছে, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

কর্মস্থলে অনুপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা চেয়েছে সরকার

মাঠ পর্যায়ের কর্মস্থলে অনুপস্থিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা চেয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। বিভাগীয় কমিশনারের কাছে এই তালিকা চাওয়া হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনাররা তালিকা পাঠাতে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে যারা কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন তাদেরই নাম তালিকাভুক্ত হচ্ছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে দেশে ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি

শুরু হয়েছে। ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি চলবে। সাধারণ ছুটির মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ কর্মস্থলেই উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তারপরও অনেকেই কর্মস্থলে উপস্থিত নেই। বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা বিতরণের সময় ট্যাগ অফিসার পাওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়।

এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার অতিরিক্ত সচিব মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ। তিনি শুক্রবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে করোনার বিস্তাররোধে সহায়তার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু মাঠপর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মস্থলে উপস্থিত নেই বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর অনুপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামের তালিকা চেয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এদের নাম পাঠানোর জন্য ডিসিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে ৯ এপ্রিল পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়-‘উপজেলা পর্যায়ের ট্যাগ অফিসারদের ইউনিয়নভিত্তিক সংযুক্ত করে তাদের কাজে লাগাতে হবে। যারা কর্মস্থলে উপস্থিত নেই তাদের তালিকা পাঠাতে হবে। একইভাবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপজেলাভিত্তিক দায়িত্ব দিয়ে সামগ্রিক বিষয়টি সমন্বয় ও মনিটরিংয়ের কাজ করতে হবে। যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মস্থলে উপস্থিত নেই তাদের নামের তালিকা পাঠাতে হবে।

করোনার কারণে প্রথমে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করে সরকার। পাশাপাশি দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সার্বক্ষণিক তাদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২২ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রাদুর্ভাবজনিত যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সব সরকারি দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক কর্মস্থলে

উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।’

এরপরও ছুটি পাওয়া হাজার হাজার মানুষ কর্মস্থল ছেড়ে গ্রামের বাড়ি যান। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২৫ মার্চ থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

একাধিক ডিসি ও ইউএনওর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ দফতরের কর্মকর্তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রাণ বিতরণের সময় সরকারি কর্মকর্তা পাওয়া যায় না। কাউকে দায়িত্ব দেয়া হলে পিপিই, গাড়ি ছাড়া কেউই যেতে চায় না। অনেককে তো কর্মস্থলেই পাওয়া যাচ্ছে না।

ঢাকা বিভাগের একজন ডিসি নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, ‘পুলিশ, সিভিল সার্জন, সেনা প্রতিনিধি ছাড়া কাউকে মাঠে পাচ্ছি না। ত্রাণ তৎপরতার সময় ট্যাগ অফিসরদেরও পাওয়া যাচ্ছে না।’

বরিশাল বিভাগের একটি উপজেলার ইউএনও যুগান্তরের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কাজের সময় সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে কাক্সিক্ষত সাড়া পাচ্ছি না। যাকেই বলি তাকে পিপিই ও গাড়ি দিতে হবে। নইলে তারা কাজে যাবে না। এখন আমি ডাক্তারদের পিপিই দিতে পারি না, তাদের দেব কী করে? লকডাউন করা বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন দিতে বলায় ইলেকট্রিশিয়ান পিপিই চায়। বিদ্যুতের খুঁটিতে লাইন দিতে কেন পিপিই লাগবে? এই হল মাঠের অবস্থা।

সূত্র-যুগান্তর

মহামারী করোনা আতঙ্কের মধ্যেই উঁকি দিচ্ছে ডেঙ্গু

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের নাম ‘করোনা ভাইরাস’। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এই মহামারীতে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২৪ জনে। করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে চতুর্থ দফায় আগামী ২৫ এপ্রিল (শনিবার) পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বাড়িয়েছে সরকার।

করোনার এই রকম আতঙ্কের মধ্যেই শুরু হচ্ছে ডেঙ্গুর মৌসুম।

চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৬৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম। গত বছর মার্চের শেষদিকে রাজধানী ঢাকায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পরবর্তীতে রাজধানী ছাড়িয়ে দেশের প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা সে সময় নানা পদক্ষেপ নিলেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, জেলায় জেলায় ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। কেবল সরকারি হিসেবেই মারা যায় ১৬৬ জন।

এখন চলতি বছরের এপ্রিলে এসে করোনা আতঙ্কের মধ্যেই উঁকি দিচ্ছে ডেঙ্গু। জানা গেছে, ডেঙ্গু ও করোনা দুটোই ভাইরাসজনিত রোগ হলেও বেশ কিছু উপসর্গ আলাদা। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের আলাদা প্রশিক্ষণের আওতায় আনার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। তবে সন্দেহ হলেই পরীক্ষার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের। বলা হচ্ছে, দুটোই ভাইরাসজনিত জ্বর হওয়ায় আলাদা করা কিছুটা দূরূহ। তবে চিকিৎসকরা বলছে সহজেই তারা এই দুই জ্বরকে পৃথক করতে পারেন।
তাদের মতে, ডেঙ্গু এবং করোনার উভয় ক্ষেত্রেই মূল উপসর্গ জ্বর। গলাব্যাথা করোনায় থাকলেও ডেঙ্গুতে নেই। আবার করোনায় বমিভাব থাকলেও এই উপসর্গ নেই ডেঙ্গুতে। ডেঙ্গুতে শরীরে র্যাশ দেখা দিলেও করোনায় তা থাকে না। ডেঙ্গুর মাথা ব্যথা হয় চোখের পেছনের দিকে, করোনায় স্বাভাবিক মাথাব্যথা। ডেঙ্গুতে শরীরে প্রচন্ড ব্যথা হলেও করোনায় এই উপসর্গ থাকে না। করোনায় ক্রমে শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে শুকনো কাশি, যদিও ডেঙ্গুতে তা হয় না।

এ ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক আল আমিন সেতু গণমাধ্যমকে বলেন, ‘দু’টোতেই জ্বর থাকবে। এবং দুটোতেই জ্বর হাই গ্রেডে থাকে। কিন্তু অন্য উপসর্গগুলো থেকে সহজে আলাদা করা যায়। ডেঙ্গুতে বেশি উপসর্গ থাকে। হাচি-কাশি-গলাব্যথা শুধু করোনাতে থাকে।’ এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেডিকেল কলেজ সবখানেই বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় এনেছে তারা।

ম্যালেরিয়া ও এডিসবাহিত রোগ’র ডিএমপি ডা. আফসানা আলমগীর খান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘চিকিৎসকরা এটা জানেনই যে করোনার উপসর্গগুলো আলাদা এবং ডেঙ্গুর উপসর্গগুলো আলাদা। তার হিস্ট্রিতে যদি থাকে সে করোনায় আক্রান্ত তাহলে তাকে সরাসরি আইসোলেশনে নিয়ে যাবে।’

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডেঙ্গু কিংবা করোনা যেকোনো উপসর্গেই তাদের দ্রুত পরীক্ষার আওতায় আনা জরুরি।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রস্তত ফাঁসির মঞ্চ, যে কোন সময় কার্যকর মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কারাগারে গিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো: আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জনের জল্লাদের একটি দল তৈরি করেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ। ফাঁসির মঞ্চও প্রস্তুত রয়েছে। তবে এখনো চূড়ান্ত নির্দেশনা না আসায় আজ ফাঁসি হবে কি হবে না এ নিয়ে দোটানায় আছে জেল কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এ খবর নিশ্চিত করেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) জেলার মাহবুবুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আমরা কারাগারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত আছে। জল্লাদের তালিকা করেছি। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে চূড়ান্ত নির্দেশনা সেটি এখনো পায়নি। তাই ফাঁসি কার্যকর করার জন্য যাদের উপস্থিত থাকতে হয় এমন কাউকেও অফিশিয়ালি চিঠি পাঠানো হয়নি। নির্দেশনা পেলে যেকোনো মুহূর্তে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হবে। সূত্র- বার্তা২৪.কম

সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে। এর আগে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটির ঘোষণা থাকলেও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আরও ৯ দিন ছুটি বাড়িয়েছে সরকার।

আজ শুক্রবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আগামী ২৪ ও ২৫ সাপ্তাহিক ছুটি। তাই আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত সরকারি ছুটি বলবৎ থাকবে।

এর আগে প্রথম দফায় ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করেছিল সরকার। তৃতীয় দফায় ১২ ও ১৩ এপ্রিল ছুটি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আর পরদিন পয়লা বৈশাখের ছুটি। এবার নতুন করে ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে।

সূত্র-আমাদের সময়